ভোরের কাগজ

তারিখ ... 07 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৭...

অনার্সে ভর্তির ফরমের দাম

উচ্চ শিক্ষায় আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই চাপ ধারণ করতে পারছে না। ফলে দেশের বড়ো বড়ো কলেজগুলোতে বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। কলেজে অনার্স কোর্স আগেও চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনার্স পাঠদানকারী কলেজের সংখ্যা শতাধিক। অপর দিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরই প্রথমবারের মতো কলেজগুলোতে অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি বিষয়ে ফরমের দাম নির্ধারণ করেছে ১০০ টাকা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই ফরমের দাম হিসেবে যে ১০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে তার সবটুকু টাকাই গ্রহণ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজ খরচে পরীক্ষা অনুষ্ঠানকালে বিভিন্ন কলেজ কেন্দ্রে সহায়ক পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে। কিন্তু সম্প্রতি ভর্তির ফরমের দাম নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ, উত্তেজনা ও বিক্ষোভের খবর ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় এবং এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ও সংশয়ের সৃষ্টি হওয়ায় তাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো— কলেজ অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে এই অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শুধুমাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাই করা হতো। কিন্তু অনার্সের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় বেড়ে যাওয়ায় এবং নির্ধারিত আসনসমূহে যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্স পাঠদানকারী কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, অনার্সের প্রতি বিষয়ে ভর্তির ফরমের দাম ১০০ টাকা হবে এবং এই টাকার পুরোটাই গ্রহণ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই টাকার কিছুই গ্রহণ করবে না। ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার মেটানোর জন্য এই টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার যেসব খরচ মেটানো হবে তার মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ সংক্রান্ত খরচ, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও ইনভিজিলেটরদের পারিশ্রমিক এবং পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ও ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক খরচ।

শেখ মজলিশ ফুয়াদ
সেকশন অফিসার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।